57

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে

এ প্রহসন আর কতদিন?

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। 'শিক্ষাই আলো'।— এই বাক্যগুলো আমরা সকলেই জানি। আমরা আরো জানি যখন যে সরকারই ক্ষমতায় থাকেন না কেন, তারা প্রত্যেকেই শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। বর্তমান সরকারও ঠিক একইভাবে শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট। বর্তমানের গণমাধ্যমগুলোও খুবই ফলাও করে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশবাসীর কাছে উথাপন করছে। কিন্তু দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যতই প্রচেষ্টা চালানো হোক না কেন, শিক্ষানীতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে মারাত্মক গাফিলতি। 'চোরাবালির মধ্যে সৌধ নির্মাণ যেমন আদৌ সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি বর্তমানের শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ফলপ্রসূ নয়। এর ফলাফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ এইচএসসি পাসের পর প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই উচ্চ শিক্ষার আশায় মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাড়ি জমায়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অপরদিক দিয়ে লোকসংখ্যার পরিমাণও বিপুল। অতীতে লোকসংখ্যা ছিল সীমিত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সীমিত। তাই আসন সংখ্যা ছিল সীমিত। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রচুর, অথচ আসন সংখ্যা সীমিত— এটাওকি স্বাভাবিক? ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল-এর ১৩শ' ৭৫টি আসনের জন্য পরীক্ষার্থী ছিল ২২ হাজারের উপরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩,৬০০টি আসনের জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজারের উপরে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫০টি আসনের জন্য ফর্ম জমা পড়ে ৬২৫০টি। অবশ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৫,৫০০ জনকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কি দেখছি? শিক্ষালাভের আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে শিক্ষার্থী পঙ্গপালের মত ঘুরে বেরাচ্ছে। দেশের সরকারী দলের নেতারা জাতির উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন— এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসছেন না। অপরদিক দিয়ে বিরোধী দলের নেতারা জাতিকে শোনাচ্ছেন আশার বাণী, কিন্তু যে ছাত্র-ছাত্রীর হাতেই একদিন শোভা পাবে আগামী দিনের পতাকা— যাদের উপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের নেতৃত্ব, তাদের সঠিক ব্যবস্থার জন্য কেউ কোন কথা বলছেন না। দেশের বুদ্ধিজীবী মহলও কেন এ ব্যাপারে নীরব, তা আমার বোধগম্য নয়। তাহলে কি এদেশের ছেলে-মেয়েরা সুযোগ্য নাগরিক হোক, শিক্ষিত হোক এটা কি কেউ চান না?

তাই এই দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য জাতির চরম মুহূর্তে দেশের সমস্ত পদস্থ মহলের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসুন। এদেশের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া করতে চায়, তাদের সে সুযোগ দিন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিক্ষত্রে আসন সংখ্যা বর্ধিত করুন। সকাল ও রাত্রি দুই শিফটে ক্লাস করার ব্যবস্থা করুন। আরও বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করুন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এই মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করুন। দেয়ালে দেয়ালে আর লিফলেট লাগাবেন না। গণমাধ্যমগুলোতে আর প্রচার করবেন না যে, লেখাপড়া না শিখলে ঠকতে হয়। যদি এই সমস্যার সমাধানই না হয়, তবে এতো ফলাও করে এই সব প্রচারণার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। এই প্রচারণা বর্তমানে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার শামিল হয়েছে।

তাই এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য সবাই এগিয়ে আসুন এবং এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করে আগামী বিশ্বের সুযোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করুন। —তাহমিনা বাশার
৫৬, পশ্চিম দেওভোগ,নারায়ণগঞ্জ।

ডেন্টাল কলেজ কমপ্লেক্স ও ৭৫ জন অপেক্ষমাণের ভবিষ্যত

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সরকার অত্যন্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতন। তার সময়ে হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি নূতন মেডিকেল কলেজ যা নিশ্চিত করবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের একটা বড় দিক আমাদের দাঁত। প্রবাদ আছে আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সচেতনায় তৈরী হয়েছে ১২ কোটি টাকায় ডেন্টাল কলেজ কমপ্লেক্স। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে মুখ ও দাঁতের যত্ন সামনে রেখে তিনি তা উদ্বোধন করেছেন। তার কাছে আকুল আবেদন, এবার যে ৭৫ জন ছেলেমেয়ে অপেক্ষমাণ তালিকায় আছে, তাদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে আপনার হাতকে শক্তিশালী করুন। আর এ শিক্ষাবর্ষ থেকে যদি প্রতি বছর ৭৫ জন বেশী ডাক্তার বের হয়, তা হবে দেশে ও জাতির কাছে ইতিহাস। গ্রামবাংলার মানুষ পাবে দাঁতের ডাক্তার। দেশবাসী ও আমি আশা করবো তাঁর নির্দেশ হবে জাতির জন্য বড় উপহার। তিনি সচেতন মন নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।—জনৈক সচেতন নাগরিক,
বরগুনা, বাংলাদেশ।